তামাকু পুরাণ

২২ নভেম্বর ২০২০

শ্রী শশিভূষণ দাস

[এতদঞ্চলের একখানি অপ্রকাশিত প্রাচীন কাব্য।]

গ্রন্থ সম্পর্কে কয়েকটি ক্ষুদ্র কথা।

যে বস্তুটী প্রত্যহ আমাদের চোখের সামনে ভাসে, তা'র সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু জানি না কিংবা তাহার মধ্যে ভাবিয়া বাহির করিবার এমন কিছু আছে এ কল্পনাও মনে স্থান দেই না। আমরা যে ঘরে থাকি সে ঘরে কয়টী খুঁটী, যে পথে হাঁটি সে পথে কয়টী গাছপালা, কয়খানা ঘর ইত্যাদি রোজ রোজ দেখিলেও আমরা তৎসম্পর্কে ঠিক কিছু বলিতে পারি না; কারণ আর কিছুই নহে—আমরা এগুলি হিসাবের জিনিষ বলিয়া গ্রাহ্য করি না, সুতরাং ইহাদের ভিতরে কোন রহস্য থাকিলেও তাহা সহজে বাহির করিতে পারি না। যাঁহারা সামান্য সামান্য বিষয়গুলি অবলম্বন করিয়া ভাব-সমুদ্রে ঝাঁপ দেন, তাঁহারা আমাদের জন্য যে অমূল্য রত্ন-ভাণ্ডার রাখিয়া যান ভাবিলে হৃদয়ে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সঞ্চার হয়।

রসিক কবি সীতারামের "তামাকু পুরাণ" একখানি হাস্যরসাত্মক হস্তলিখিত পুস্তক। শ্রীযুক্ত রজনীরঞ্জন দেব মহাশয় পুস্তকখানি সাটিয়াজুরীর নিকটবর্তী গ্রন্থকর্তার জন্মস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র, সাতটী অধ্যায়ে বিভক্ত। (১) তামাকুর উৎপত্তি। (২) হুকার উৎপত্তি। (৩) হুকার মধ্যে তীর্থ। (৪) তামাকুর গুণাবলী। (৫) তামাকু লঘু গুরু ভাব বিনাশক। (৬) গ্রন্থকারের পরিচয় ও মুর্খজনের কাছে প্রার্থনা। (৭) 'তামাকু পুরাণ' শ্রবণের ফল।

ছন্দ ও তামাকুর উৎপত্তি

সুললিত পয়ার ছন্দে 'তামাকু পুরাণ' লিখিত! এমন জিনিষটীর উৎপত্তি কোথায় তাহা জানিবার জন্য অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করিতে পারেন। পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য আমরা মূল পুস্তক হইতে কয়েকটী ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

শুক মুনি কহে শুন রাজা পরীক্ষিৎ।
যেরূপে তামাকু জন্ম হৈল পৃথিবীৎ।
দেবগণ মিলি যদি সমুদ্র মথিলা।
রত্ন আদি নানা বস্তু তাতে উপজিলা।।
যত বস্তু উপজিলা সমুদ্র মথনে।

(C) Ishan Kotha

যার যেই ইচ্ছা তাহা নিলা দেবগণে৷৷
নিয়া গেলা নানা বস্তু যার যেই রুচি৷৷
মহাবস্তু উপজিল তামাকুর বীচি৷৷

কবি আমাদের মস্ত একটা ভ্রম দূর করিলেন৷ ইতিহাসের কে পৃষ্ঠা 'জখম' হইয়া গেল! জাহাঙ্গীর বাদশাহের সময় এ দেশে তামাকু আমদানী হইয়াছিল; একথা এখন আপনারা আর বিশ্বস করিবেন কেন? পৃথিবী কি এতদিনই এ দুর্লভ রত্নে বঞ্চিতা ছিলেন? দুনিয়ারগৌরব তামাকুর জন্ম ''সমুদ্র-মথনে'' হইয়াছিল, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? ভক্তের পক্ষে প্রত্যেক অবতারই অনাদি৷

সমুদ্র মন্থনে তামাকুর বীচি পাওয়া গেল,—তৎপর;
লুকাইয়া রাখিলা তারে প্রভু গদাধর৷
ফেলিলা তামাকুর বীচি পৃথিবী ভিতর৷৷
তামাকুর বীচি হইতে ভূমিতে পড়িল৷
জনম সাফল্য হেন পৃথিবী ভাবিল৷৷

গদাধর লুকাইয়া রাখিলেন কেন? কাহার ভয়ে? দৈত্যসমাজ বীচির কথা অবগত হইলে উভয় দলে একটা 'হাতাহাতি' চলিত, কিংবা দেবগণ এমন জিনিষটা স্বর্গছাড়া করিতে রাজী হইতেন না৷ চক্রীর লীলা বুঝা ভার! সংসসার তাপক্লিষ্ট মানবের জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল৷ 'জীবে দয়া' করিয়া গদাধর তামাকুর বীচি পৃথিবীতে ফেলিয়া দিলেন৷ পৃথিবী আপনার সন্তানগণকে ভুলাইবার এক নূতন সামগ্রী পাইলেন৷ খোকার মা'র হাতে একটী সুন্দর ''চুষকাঠী' দিলে তাহার মন আনন্দে নাচিয়া উঠে: তামাকুর বীচি পাইয়া পৃথিবীরও সেই দশা হইল৷

বীজ হইতে গাছের উৎপত্তি হইল৷ পৃথিবীতে 'মহাবস্তু' তামাকুর ফসল ফলিল; এখন ''হুক্কার'' (হুকার) পালা৷ 'হুক্কা' প্রস্তুত পরিতে দেবগণ এক একটী সরঞ্জাম উপহার দিলেন৷ কৃষ্ণের বাঁশীটী নলের অভাব দূর করিল৷

'আপনি জাহ্নবী আইলা হুক্কার ভিতর'৷

এ ক্ষেত্রে ভাগীরথীর একটুকু অধিক মাত্রায় স্বার্থত্যাগ দেখিতে পাওয়া যায়৷ শিবের মাথায় 'উকুন' না থাকা সত্ত্বেওতিনি ''জটা ছেড়ে এক দৌড়ে হুক্কার ভিতর'' হাজির৷ এই প্রকারে ''হুক্কার'' তৈয়ার হইল৷ দেবলোকে 'ঝম্ ঝম্' শব্দ উঠিল৷ হুকা হইতে ওই যে সুমধুর ধ্বনি তাম্রকুটসেবীগণের কর্ণকুহরে অমৃতধারা ঢালিয়া দেয়, ইহার কি কোনও অর্থ নাই? সাধুর হুকাতে গোবিন্দের নাম উচ্চারিত হয়! আমরা ভ্রান্ত, হুকার মহিমা কি বুঝিব?

হুক্কাতে অনেকগুলি তীর্থ রহিয়াছে৷ কবি এই তীর্থগুলি আবিষ্কার করিয়া আমাদের যে কি মহদুপকার সাধন করিলেন, তাহা একমুখে কত বলিব? তাম্রকুসেবীগণ এ কার্য্যে অআমার সহায় হউন৷ দেশে দেশে এই সুসংবাদ প্রচারিত হউক যে আর 'যাত্রী' সাজিয়া গয়া কাশীতে ঘুরিবার প্রয়োজন নাই৷ পাণ্ডা মোহান্তের ভিটায় এবার ঘুঘু চরিবে,—

সীতারাম হুকাতেই তীর্থ নির্দেশ করিয়াছেন—
মহিমা না জান হুক্কাতে যত তীর্থ আছে৷৷
না জানিয়া লোক সব ভ্রমে দেশে দেশে৷৷
একটী হুক্কার শব্দ যেখানে হয়৷

(C) Ishan Kotha

গঙ্গাস্নান সম ফল জানিও নিশ্চয়॥
দুইটী হইলে বলি তীর্থ সেই কাশী॥
তিন হুক্কা হইলে তীর্থ হয় বারাণসী॥
চারিটি হুক্কার হয় যেই স্থানে॥
তখনে জানিও ভাই হরিসংকীর্তেনে॥—ইত্যাদি॥

সাধক প্রবর রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—"কাজ কি রে মন তোর গয়া কাশী, ভাবনা কালী দিবানিশি"॥ এদিকে সীততারাম সুর ধরিলেন,—

'কাজ কি মন তোর গয়া কাশী,'
তুই তামাক খ না বসি বসি॥'

ধর্মজগতে যেন বিনা তারে সংবাদ প্রেণের কৌশল আবিষ্কার হইয়াছে! হায় কবি সীতারাম! তুমি ধর্ম আয়োজনের এমন সহজ পথ দেখাইলে, আর কেহ তোমাকে চিনিল না! তুমি বনের ফুল, বনে ফুটিয়া বনেই ঝরিলে! 'তামাকু পুরাণে' সে কালের মিষ্টদ্রব্যের একটা ফর্দ দেখিতে পাই,—

দধি ঘৃত চিনি আর শর্করা॥
বাতেসা জিলাপি আর ফেণী মনোহরা॥
উকুড়া সন্দেশ আর যত ঘৃত খাজা॥
পক্ক মিষ্ট গুড় আর যত ভাজাভুজা॥
ব্যঞ্জন যাতেক তার লেখা দিব কত॥

কবি এতগুলি মিষ্টদ্রব্যের নাম করিলেন, অনেকে হয়ত এ ফর্দে রসগোল্লা লালমোহনের নাম বাদ পড়িয়াছে দেখিয়া 'কৈফিয়ৎ' চাহিতে পারেন॥ কবির দোষ নাই॥ সে কালে আমাদের দেশে রসে ভরা রসগোল্লা লাললমোহনের সৃষ্টি হয় নাই! এখন দেশটা সুগন্ধি দ্রব্যে ভরপুর॥ সে কালে সুগন্ধির মধ্যে চন্দন, ধূপ-ধুনার নামই উল্লেখযোগ্য॥ এখনকার এসেন্স ও কেশ তৈল তখনকার লোকের নিকট অজ্ঞাত ছিল, নতুবা—

চলে রাই উন্মাদিনী যমুনার জলে
চন্দননচর্চিত তনু, সিন্দুর ভালে—

ইহার পরিবর্তে

চলে রাই উন্মদিনী যমুনার জলে
এসেন্স মাখিয়ে গায় পমেটম চুলে

এই প্রকার লেখা থাকিত॥ আজ কাল 'মেয়েলী সঙ্গীতে' নবীনারা অনেক নূতন জিনিষের উল্লেখ করেন এবং ইহা শুনিয়া প্রাচীনরা নাসিকা কুঞ্চিত করেন॥ তাঁহাদের সময়ে যাহা ছিল না, এমন জিনিষটার উল্লেখ করিয়া 'বাহাদুরী' নিলে তাঁহাদের সহ্য হইবে কেন? সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনের খরস্রোতঃ চলিয়াছে—কত ভাঙ্গিতেছে, কত গড়িতেছে ইয়ত্তা নাই! সীতারামের মিষ্টদ্রব্যের লিষ্টে সুধাময় 'লালমোহন' 'বাদশাভোগ' নাই বলিয়া তখনকার লোক এ আস্বাদে বঞ্চিত ছিল এ দোষটার গন্ধে আমাদের নাসিকা কুঞ্চিত করা যুক্তিসঙ্গত নহে॥ এখন চারি পয়সোতে একজনের তৃপ্তি হয় না, তখন হইত দশজনের॥

(C) Ishan Kotha

তামাকুর গুণ৷

কবি সীতারাম তামাকুর প্রশংসাবাদ আরম্ভ করিয়াছেন—

তৃষ্ণায় আকুল প্রাণ ছটফটি করে৷
বারেক তামাকু খাইলে সকলি পাশরে৷৷
কর্ম অনুবন্ধে যেই হাটে যেবা যায়৷
টাকা কড়ি দিয়া করে নানান সৌদায়৷৷
মিষ্টদ্রব্য দেখিয়া মনে নাহি লাগে৷
সকলি ছাড়িয়া তামাকু কিনে আগে৷৷
কৃষিকৃম্ম সামান্যে যত কৃম্ম করে৷
হুক্কাটী করিয়া সঙ্গে তারা সবে চলে৷৷
মহাহ্রম করে তারা বড় অতিশয়৷
বারেক তামাকু খাইলে শ্রম দুর হয়৷৷
রাজগৃহে বন্দী যদি থাকে কোন জন৷
সুন্দী বেতি দিয়া তারে রাখে সর্বক্ষণ৷৷
নিরবধি চিন্ততাজ্বরে রক্ত মাংস শোষে৷
দিনে দিনে কষ্টে আর নিত্যি উপবাসে৷৷
লাঠিসোঠা বেত তারে মারে সর্বক্ষণ৷
তথাপি তামাকু খাইতে লয় তার মন৷৷

তামাকু জগৎকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছে! জ্বরে ‘কুইনাইন’, বায়ুরোগে ‘মধ্যম-নারায়ণ’ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন রোগে ভিন্ন ভিন্ন ঔষধের ব্যবস্থা—কিন্তু তামাকু একাই একশো ব্যাধি ফুৎকারে উড়াইয়া দেয়৷ তামাকু ক্ষুধিতের অন্ন, তৃষিতের জল, তাপদগ্ধের বৃক্ষচ্ছায়া—কত নাম করিব? তামাকুর ক্ষমতা অসীম, মহিমা অপার৷ তামাকু সেবনে কালাকাল বিচার নাই—দিবারাত্রি ভেদ নাই—যে সময়ে খুশী তামাকু খান, কেহই ওজর আপত্তি করিবে না৷ তামাকু সেবনে শুচি অশুচি ভেদাভেদ নাইমলমূত্র স্পর্শ করিয়া অশুচি হউক, অন্য কিছুর আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারিবে না—পারিবে শুধু তামাকর!একাদশীর উপবাসে, পিতৃমাতৃ বিয়োগের হবিষ্যে তামাকু সেবন নিষিদ্ধ নহে৷ সীতারাম তামাকুকে কলির ঔষধ আখ্যা দিয়াছেন৷ একজন বিখ্যাত ইংরাজ ঔপন্যাসিক তামাকু সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

“What a glorious creation was he who first discovered the use of tobacco! The industrious retires from business; the voluptuous from pleasure; the lover from a cruel mistress; the husband from a cursed wife; and I from all the world to my pipe.”

তামাকু ভিন্ন অন্য নেশা কেহ দশজনের সম্মুখে খাইতে সাহস করে না, কিন্তু

‘তামাকু খাইতে লজ্জা নাহি কোন কালে৷’

পিতাপুত্রে একত্রে তামাকু সেন করিতে পারে৷ ‘তামাকু পুরাণে’ এই প্রকারই ব্যবস্থা৷

©Ishan Kotha

বাপে তামাকু খায় পুত্রে বলে দেও৷
একটান খাই বাপু, পাছে তুমি নেও৷৷

শ্বশুর জামাতার তামাকু সেবন প্রসঙ্গে, কবি লিখিয়াছেন—

জামাতায় তামাক খায় চাহেন শ্বশুরে৷
একটান খাইয়া বাপু হুক্কা দেহ মোরে৷৷
শ্বশুরে তামাক খায় জামাতা কাড়ি আনে৷
শ্বশুর নিশ্বাস ছাড়ে,—জামাতা বসি টানে৷৷

এ নিশ্বাসটী কি? চা ঘরে চিন্নীতে যে প্রকার ধূম বাহির হয়, শ্বশুর মহাশয় কি নাসারন্ধ্রে সেইমত ধূমরাশি ছাড়িলেন, না জামাতার ‘বেয়াদবীতে’ মনোদুঃখে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন?

তামাকু সেবনে লঘুগুরু ভাবটী তিরোহিত হয়৷ বড়লোক ছোটলোকের কাছে খুঁজিয়া ‘একটান’ তামাকু খাইলে দোষ হয় না৷ যাহারা ছোটলোকের কাছে তামাকু খুঁজিয়া খাইতে অভিমান করেন তাহারা তামাকুর প্রকৃত ভক্ত নহেন৷ ‘তামাকু পুরাণে’ ছোট বড় সম্পর্কে কোন আপত্তি নাই৷ পুরাণের একথাটী না জানিয়া অনেকে বৃথা অভিমানে সময় সময় বড় কষ্টে পতিত হন৷

সামান্যে তামাকু খায় তারে বলি ভাই৷
কল্কিটী দেও যদি এক টান খাই৷৷

একথা বলিতে লজ্জিত হওয়া উচিত নহে৷ তাম্রকুটসেবীগণ অভিমান ত্যাগ করুন; ‘তামাকু পুরাণের’ এই দুইটী ছত্র মনে রাখিবেন৷ ‘তামাকু পুরাণের’ শেষ ভাগে কবি সীতারাম লিখিয়াছেন—

মূর্খজনের স্থান মোর এই নিবেদন৷
ভ্রম ঘাইট যত কিছু করিবা মোচন৷৷

অন্যান্য লেখক যে ভাবে ‘কসুর’ মাপ চাহেন, সীতারাম সেই পথে চলিলেন না৷ পণ্ডিতবর্গ নহেন—মুর্খ লোক যেন তাহার ভ্রম-প্রমাদ মার্জ্জনা করেন৷ হাস্যময় কবির এই দুইটী ছত্রে বিশেষ বাহাদুরী দেখিতে পাই৷ পণ্ডিতেরা ছিদ্রান্বেষী হইবেন কেন?

‘মক্ষিকা ব্রণ মিচ্ছন্তি দোষমিচ্ছন্তি বর্বরাঃ’৷

যিনি ছিদ্রান্বেষী তিনিই মুর্খ৷ মুর্খ ব্যক্তিগণ স্তেকের দোষ অন্বেষণ করিবেন৷ পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ সীতারামের ভ্রম প্রদর্শন করিয়া মুর্খ সাজিতে চাহেন কি? সমালোচক সাজিবার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া যিনি পুস্তকের ‘‘টিপ্পনী’ করিতে চাহেন, দোষ ধরিতে চাহেন, সীতারাম কাতর প্রাণে তাহাদের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন যেন তাহারা নিজে ভ্রমগুলি সংশোধন করেন৷ কেহ হয়তো ভাবিতেছেন, সীতারাম সুখ্যাতির আশায় প্রকারান্তরে পণ্ডিত বলিয়া সকলকে তোষামোদ করিয়াছেন, সীতারাম প্রশংসা লাভের একটী নুতন ফন্দী আটিয়াছেন৷ তাতেই বা দোষ কি? প্রশংসা করিলে জগতে কে না খুশী হন? ইংরেজ কবি বলেন—

Love of praise however concealed by art,
Reigns more or less and glows in every heart.

(C)Ishan Kotha

সীতারাম দেবতা নহেন—মানুষ, এ সত্য তাঁহার উপর খাটিবে না কেন? বড় বড় নদীতে মাছ ধরিবার জন্য জেলেরা 'মহাজাল' ফেলে। নর্দোষ আমোদ প্রদান করিতে প্রাণ খুলিয়া হাসাইতে সীতারাম ''তামাকু পুরাণ'' রূপ মহাজালটী আমাদের উপর ফেলিয়াছেন। আমরা 'শিকার' সাজিয়াছি কি না, এ ভারটী পাঠকদের উপর ন্যস্ত।

'তামাকু পুরাণ' শেষ হইয়া আসিল। এ পর্য্যন্ত যাহারা তাম্রকুটসেবীদের দলভুক্ত হন না,ি তাহারা কি অন্যায় কার্য্য করিতেছেন একবার ভাবিয়া দেখুন—

ভারতে আসিয়া যেবা তামাকু না খায়।

প্রাণ গেলে সেই নরে মহাকষ্ট পায়॥

ষাঁড় হইয়া জন্মিবেক গাভীর উদরে।

''হুক্কা'' ''হুক্কা'' করিয়া ডাকিবে উচ্চৈঃস্বরে॥

এস্থলে আমরা কবির সহিত একমত হইতে পারি না। ষাঁড় ''হুক্কা'' ''হুক্কা'' শব্দ করে না। ামরা ছেলেবেলায় শুনিয়াছি শিয়ড়ালগুলি পূর্বে মানুষ ছিল, সেজন্মে তামাকু খাইত না, তাই এজন্মেম শিয়াল রূপে 'হুক্কা' 'হুক্কা' শব্দে আর্তনাদ করিতেছে। ইহজন্মে যাহারা তামাকু সেবন করেন নাই, পরজন্মে তাহাদিগকে ষাঁড় সাজিতে হইবে এই ভয়ে যাহাদের আত্মাপুরুষ শুকাইয়া যাইতেছে, তাহারা আশ্বস্ত হউন—সীতারামকে 'সাথী', কারণ এই তামাকু ভক্ত মহাপুরুষ তাঁহার জীবনে কখনও তামাকু সেবন করেন নাই। 'তামাকু পুরাণে'র এক স্থলে তিনি আপশোষ করিয়াছেন 'ইহাতে করেছ প্রভো আমারে বঞ্চিত'। এমন সুরসিক কবিকে সাথী পাইলে ষাঁড় কেন, যে কোন রূপেই হউক, কে না ফিরিয়া আসিতে রাজি হইবেন?

গ্রন্থকারের পরিচয়।

তামাকু মহিমা এই পৃথিবী ভিতর।
প্রচার করিয়া কহে সীতারাম কর॥

'তামাকু পুরাণে' সীতারাম নিজ পরিচয় স্থলে মাত্র দুই ছত্র লিখিয়াছেন। সীতারাম সাটিয়াজুরীর বিখ্যাত কর বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমকালীন ব্যক্তি, তাঁহার নামে তালুক আছে। তামাকুর দেশব্যাপী প্রচলন দেখিয়া তাঁহার ভাবপ্রণ হৃদয়ে আঘাত লাগে, তখন তিনি রসের ফোয়ারা ছুটাইয়া দেশবাসীকে রসস্নিগ্ধ করিয়া তাহাদের মধ্যে তামাকুর অযথা প্রচলন সম্বন্ধে তীব্র শ্লেসের পরিবর্তে কোমল ভাবে এই সামাজিক ব্যাধি ঔষধ প্রলেপ প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু তাম্রকূটের রুদ্রতেজোদীপ্ত যুগে লোকশিক্ষার চেষ্টা না করিয়া, তিনি ব্যঙ্গরসের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাম্রকূটমহিমাবর্জিত নিজেকে ব্যঙ্গ কৌতুকের কেন্দ্রস্থলবর্তী করিয়া আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিয়াছেন। সীতারাম বলিতেছেন এ জন্মটা তাঁহার বৃথাই গেল। তিনি পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিতেছেন—

করযোড়ে ভিক্ষা এই, করি এ মিনতি।
জন্মে জন্মে থাকে যেন তামাকুতে মতি॥

সীতারাম তামাকু সেবন করিতেন না। ভাল একটা জিনিষের স্বাদ গ্রহণ না করিয়া কয়জন এই ভাবে সেই জিনিষটার স্তুতিবাদ করিতে পারেন? সীতারাম 'তামাকখোর' নহেন— সুতরাং তাম্রকূটবিদ্বেষী ব্যকিতরা

(C) Ishan Kotha

জানিয়া রাখুন তামাকুর উল্লিখিত গুণাবলী বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে। খৃষ্টিয়ান হিন্দুধর্মের প্রশংসা করিলে বুঝিতে হইবে সে ব্যক্তি প্রকৃত গুণগ্রাহী। তাম্রকূটে অনাসক্ত ব্যক্তির মুখে ইহার তে প্রশংসা সকলেই শ্রবণ করিলেন। এবার বোধহয় তাম্রকূটবিদ্বেষীদের চৈতন্য হইবে। বাজারে তামাকুর দর চড়িবে। ধন্য সীতারাম, তোমার লেখনীর কৃপায় তামাকু এখন গৃহে গৃহে আদৃত হইবে। প্রাচীন কবি, 'তামাকু পুরাণের' গ্রন্থকর্তা হাস্যময়, রসময়, ভাবময় কবি সীতারাম, তোমার বার বার নমস্কার॥

(C) Ishan Kotha